চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গালকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্বন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.